আল-ইনা'

০১। আমি আমার হৃদয়টা অনুরাগের একটি পাত্রে নিংড়ালাম। তারপর (সেখান থেকে পান করার জন্য) পাত্রটি গরীবদের ঠোঁটের কাছে নিলাম।

০২। তারা বলল, "শরাব তৃষ্ণা মেটাবে না (অর্থাৎ তোমার দেওয়া এই শরাবে আমাদের প্রবল তৃষ্ণা মিটবে না)।" আমি তখন বিড়বিড় করে বললাম, "হায়রে কবিদের অন্তর (কেন যে গরীবদের জন্য অযথা এমন কাঁদে)!

০৩। তবে কি দারিদ্র্যও তোমাদের ঐশ্বর্য প্রত্যাখ্যান করছে? আর তোমরাই বা হতদরিদ্রদের জন্য কোন্ প্রকারের খাবার?"

০৪। আমি আমার হৃদয়টা গলিয়ে অনুরাগের একটি পাত্রে রাখলাম। তারপর (সেখান থেকে পান করার জন্য) সেটি বড়লোকদের ঠোঁটের কাছে নিলাম।

০৫। তাদেরকে বললাম, "এটাই ন্যায়বিচার; তাই আপনারা (এখান থেকে) পান করুন। তাহলে আশা করা যায়, আপনারা দুর্বলদের প্রতি মনোযোগী হতে পারবেন।"

০৬। কিন্তু তারা সবাই আমার পাত্রটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর বিড়বিড় করে বলে, "তোমার এই পাত্র নেতাদের জন্য নিষিদ্ধ।"

০৭। আবার আমি আমার হৃদয়টা গলিয়ে অনুরাগের একটি পাত্রে রাখলাম। তারপর (সেখান থেকে পান করার জন্য) সেটি কারাবন্দীদের ঠোঁটের কাছে নিলাম।

০৮। তাদেরকে বললাম, "এটা তোমাদের অন্তরের সান্ত্বনা। কেননা, আমার রক্ত তো নিরপরাধ অভাগা মানুষগুলোর জন্য।"

০৯। তখন তারা বলল, "(তোমার) রক্ত আমাদের বন্ধন খুলবে না (আমাদেরকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করবে না।)" তাই (পারলে) তুমি বিনা বিচারের (বিনা বিচারে আমাদের মুক্তি পাওয়ার) কিছু আইন নিয়ে এসো।

১০। আবার আমি আমার হৃদয়টা গলিয়ে অনুরাগের একটি পাত্রে রাখলাম। তারপর (সেখান থেকে পান করার জন্য) সেটি বিজ্ঞজনদের ঠোঁটের কাছে নিলাম।

১১। তাদেরকে বললাম, "এটাই আলো; আপনারা (এখান থেকে) পান করুন। কারণ, আপনাদের চিন্তায় আলোর প্রয়োজন (অভাব) রয়েছে।

১২। তখন তাঁরা (আমার প্রতি) বিদ্বেষবশত মাথা নাড়িয়ে বললেন, "তোমার এই আলো তো মূর্খদের প্রতারণা (বৈ নয়)।

১৩। আবার আমি আমার হৃদয়টা গলিয়ে অনুরাগের একটি পাত্রে রাখলাম। তারপর (সেখান থেকে পান করার জন্য) সেটি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ঠোঁটের কাছে নিলাম।

১৪। তাঁদেরকে বললাম, "এটাই মহত্ত্ব; আপনারা নিজেরা (এখান থেকে) পান করুন এবং আমার পাত্রগুলো মহৎ লোকদেরকে পরিবেশন করুন।"

১৫। তারা বলল, "(এটা কি) আমাদের পূর্বপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের বংশধরদের নামচিহ্নের হেয়করণ?

১৬। আমি আবার আমার হৃদয়টা গলিয়ে অনুরাগের একটি পাত্রে রাখলাম। তারপর (সেখান থেকে পান করার জন্য) সেটি কবিদের ঠোঁটের কাছে নিলাম।

১৭। তাঁদেরকে বললাম, "এটাই প্রেম; আপনারা (এখান থেকে) পান করুন। কারণ, আপনাদের বেশ-ভূষা ধ্বংসের জন্য দায়বদ্ধ। (অর্থাৎ আপনাদের এই বাহ্যিক বেশ-ভূষা তো ধ্বংস হয়ে যাবে)।

১৮। প্রেম যখন আপনাদের অন্তরের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করেনি তখন হাজারটা চাদর নিয়ে এলেও (পরিধান করলেও) আপনারা কদাকার হয়ে গিয়েছেন।

১৯। (এভাবে) আমি আমার (অন্তর-গলানো) শরাব নিয়ে পৃথিবীতে অবিরাম ঘুরে বেড়িয়েছি; তখন আমার চারপাশের মানুষকে আমার দায়বোধ নিয়ে বিদ্রূপ করতে দেখেছি।

২০। এক পর্যায়ে হতাশা আমাকে গ্রাস করে; তখন আমি একাকীত্ব বরণ করে নিজ আশার খড়কুটা সন্ধান করেছি। (নিজের আশা ধরে রাখার কোন অবলম্বন খুঁজেছি।)

২১। (এবারে) আমি আমার কান্নার সাথে মিশিয়ে নিজে পান করার জন্য আমার শরাব (অন্তর) গলিয়ে অনুরাগের একটি পাত্রে রাখলাম।

২২। তখন দেখতে পেলাম, আমার সেই পাত্রে আমার অন্তরটি হাসছে এবং অহঙ্কারের মাঝে তাতে নিশ্ছিদ্র প্রশান্তি বিরাজ করছে।

২৩। তখনি আমি পাত্রটি আমার ঠোঁটের কাছে নিয়ে (তা থেকে শরাব) পান করলাম। আমার সেই পাত্র (এখনো) ভালবাসার পানিতে ভরাই আছে।